ইত্তেফাক

তারিখ 6/6/83
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

030

মাহবুবুল আলমের ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রবীণ সাহিত্যিক-সাংবাদিক জনাব মাহবুবুল আলম (৮৪) গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কাজী দেউড়িস্থ স্বীয় বাসভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তিনি সেরিব্রাল থ্রমবসিসে আক্রান্ত হইয়া গত সোমবার রাত্রি হইতে সংজ্ঞাহীন ছিলেন। ঐদিন হইতে তাঁহাকে অক্সিজেন দিয়া রাখা হইয়াছিল।

মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, ৬ পুত্র, ৮ কন্যা ও এক ভ্রাতাকে রাখিয়া গিয়াছেন।

জনাব মাহবুবুল আলম ১৮৯৮ সনের ১লা মে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নকালে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে তিনি ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মাহবুবুল আলমের ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

বাঙালীদের লইয়া গঠিত প্রথম সেনা ইউনিট '৩৯-পল্টন'-এর সদস্য হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইরাকের কুতঅল আমরার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। যুদ্ধ-শেষে ১৯২১ সনে তিনি সাব-রেজিষ্ট্রার হিসাবে সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ সনে এই বিভাগের উচ্চপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'মোমেনের জবানবন্দি' ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত হয় এবং তিনি চট্টগ্রাম হইতে 'সাপ্তাহিক জমানা' প্রকাশ করেন।

১৯৭৮ সনে তিনি সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি হিসাবে 'একুশে পদক' লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি তৎকালীন পাকিস্তানে আদমজী পুরস্কার ও 'প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড' লাভ করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকার জন্য তাঁহাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ, এফ, রহমান হল আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে।